

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
অর্থ বছর ২০২২-২০২৩ খ্রি:



উপজেলা পরিষদ
মুরাদনগর, কুমিল্লা ।

উপজেলার পরিচিতি ও মানচিত্রঃ

১. মুরাদনগর উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত

বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বিষয়ক এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতি বছর বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদকে যাচাই করে দেখতে হবে যে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পরে তথ্য-উপাত্তের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না এবং হলে তা হাল নাগাদ করতে হবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে তথ্য ও উপাত্তের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো উপজেলা পরিষদ, উপজেলার বিভিন্ন বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদ, আদমশুমারি ২০১১, জেলা পরিসংখ্যান ২০১১, এসডিজির বিভিন্ন সূচকে এ উপজেলার অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নিম্নের সারণীতে উপজেলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত প্রদান করা হয়েছে। উপজেলার আর্থসামাজিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে উপজেলা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে উপস্থিতির হার মাত্র ৬৭ শতাংশ যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই হার ৮০ শতাংশ। স্বাস্থ্য খাতে দেখা যায় যে শিশু মৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার এখনো অনেক বেশী। একইভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সংখ্যা অর্ধেকেরও কম। জনস্বাস্থ্য খাতে উপজেলা অনেক এগিয়ে রয়েছে যদিও এখনো শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও নিরাপদ খাবার পানির ব্যবহার নিশ্চিত হয়নি। উপজেলার সড়কের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, উপজেলার ৬০০ কিলোমিটারের মত সড়ক এখনো কাঁচা রয়েছে। উপজেলা পরিষদ তাদের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে আর্থসামাজিক সূচকে তাদের এই অবস্থান বিবেচনায় নিয়েছে।

মুরাদনগর উপজেলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত

ক্রমিক	বিবরণ	তথ্য
১	উপজেলার সীমানা	উত্তরে নবীনগর উপজেলা, পূর্বে দেবিদ্বার, ব্রাহ্মণপাড়া ও কসবা উপজেলা, দক্ষিণে চান্দিনা ও উপজেলা, পশ্চিমে দাউদকান্দি, হোমনা ও বাঙ্গুরামপুর উপজেলা
২	জেলা সদর হতে দূরত্ব	৩৫.৪ কি.মি
৩	নির্বাচনী এলাকা	কুমিল্লা-৩(মুরাদনগর)
৪	থানা-২টি	মুরাদনগর থানা ও বাংগরা বাজার থানা
৫	ভোটার সংখ্যা	৩,৭৪,৬২০
	পুরুষ	১,৮৭,২৪৫
	মহিলা	১,৮৭,৩৭৫
৬	পৌরসভা	১টি (প্রস্তাবিত)
জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য		
০১	আয়তন	৩৪১ কি.মি
০২	লোক সংখ্যা	৫,৪৩,৫৩৫ জন
	ক) পুরুষ	২,৫৭,০৪০ জন
	খ) মহিলা	২,৮৬,৪৯৫ জন
০৩	প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোক সংখ্যা	
০৪	জন সংখ্যার ঘনত্ব	১৫৩৭
০৫	গ্রামের সংখ্যা	৩১৮ টি
০৬	খানার সংখ্যা	১,০১,৮০৯ টি
০৭	উপজেলা স্বাস্থ্য কমেপ্লেক্স	১টি
০৮	কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা	৪০ টি
	কর্মরত চিকিৎসক	২৮ জন

	জরুরী বিভাগে সেবা গ্রহীতা	১৯৮১ জন
	আন্তঃ বিভাগে সেবা গ্রহীতা	৮৩৬০ জন
	বহিঃ বিভাগে সেবা গ্রহীতা	৬২,৩৮২ জন
	যক্ষা রোগী ২০২২ সালে	৮৩০ জন
	নরমাল ডেলীভারী	১৬৬ জন
০৯	পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	২২ টি
১০	টিকাদান কর্মসূচি	১০০%
১১	বেসরকারী হাসপাতাল সংখ্যা	১৪টি
ভূমি সংক্রান্ত		
০১	ইউনিয়নের সংখ্যা	২২
০২	ইউপি ওয়ার্ডের সংখ্যা	১৯৮টি
০৩	পৌরসভা	নাই
০৪	মৌজার সংখ্যা	১৫৩টি
০৫	ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা	২১টি
০৬	মোট জোত সংখ্যা	১৫৩টি
০৭	২৫ বিঘার উর্ধ্ব জোত সংখ্যা	১২৮ টি
০৮	কর মুক্ত জোত সংখ্যা	৫৬২১১টি
০৯	জলমহালের সংখ্যা	৪৫টি
১০	মোট হাটবাজার সংখ্যা	৩৪ টি
১১	মোট খাস জমির পরিমাণ	৩০০২.১০ একর
১২	১ম খণ্ডে খাস জমি	২৮৩৫.৬২ একর
১৩	২য় খণ্ডে খাস জমি	১৭.৪৭ একর
১৪	বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমি	০৭.৮৩ একর
১৫	বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাস জমি	০৭.৪০ একর
১৬	বন্দোবস্তযোগ্য অকৃষি খাস জমির পরিমাণ	০৪.৭৭৩৭ একর
১৭	প্রত্যাপনযোগ্য লীজকৃত অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ	২২৬.১১ একর

সাধারণ তথ্য

১৮	প্রত্যাপনবর্হিভূত মোট অর্পিত লীজকৃত অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ	১৪৭৩.৫১ একর
১৯	গুচ্ছ গ্রাম	০১টি
২০	আদর্শ গ্রাম	৩টি
২১	আশ্রয়ন	০২টি
২২	আবাসন	নেই

শিক্ষা সংক্রান্ত		
০১	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৪টি
০২	কিন্ডার গার্টেন	৭৬ টি
০৩	উচ্চ বিদ্যালয়	৪৭টি
০৪	সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	১টি
০৫	নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪টি
০৬	মাদ্রাসা	
	ক) দাখিল মাদ্রাসা	২৩ টি
	খ) সিনিয়র মাদ্রাসা	১২ টি
	গ) স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা	৩৭ টি
০৭	কারিগরি স্কুল	০১ টি (প্রস্তাবিত)
০৮	স্কুল এন্ড কলেজ	০২ টি
০৯	কলেজের সংখ্যা	১১টি
১০	শিক্ষার হার	৪৮%
১১	স্বাক্ষরতার হার	৭২%
প্রাণি সেবা, কৃষি সংক্রান্ত ও অন্যান্য তথ্যাদি		
১	পশু হাসপাতাল	১টি
	গবাদি পশুর খামার	১৮৭টি
	ছাগল খামার	১২টি
	লেয়ার খামার	১৩টি
	ব্রয়লার খামার	১৯৩টি
	হাস খামার	০৩টি
	গরু সংখ্যা	১,২২,১৬০টি
	ছাগল সংখ্যা	৫৩৭৮৮টি
	মুরগির সংখ্যা	২,৫৯,২৭৭ টি
	হাস সংখ্যা	২,৭৫,০৭২টি
	ডিএম উৎপাদন	১,১০,০০,৫৮৫টি
	মাৎস্য উৎপাদন	১০৫৪২ মে.টন
২	যুব সংগঠন	১৯টি
	আত্মকর্মী	৪৩১৭ জন
	যুব প্রশিক্ষণ	৬৫৫৫ জন
	ঋন বিতরণ	৯,৪১,২৫,০০০ টাকা
	বৃক্ষ রোপন	৭৭২ টি
৩	সরকারী খাদ্য গুদাম	১টি
৪	টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	১টি

৫	পাঠাগার	৮ট
৬	পাকা রাস্তা	২১৯ কি.মি.
৭	কাঁচা রাস্তা	৫২৬ কি.মি
৮	মোট কৃষি জমি	২৪২৯৩ হেঃ
৯	মসজিদ	১২১৪ টি
১০	মন্দির	৩৭ টি
১১	পোস্ট অফিস	১৩টি
১২	সাব রেজিস্টার অফিস	০১টি
১৩	নদীর সংখ্যা	৩ টি
১৪	খেলার মাঠ	৫২টি
১৫	বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা	৮টি
১৬	মোট নিবন্ধিত সংগঠন	৯৬টি
১৭	শক্তি চালিত পাম্প	৫৫৬ টি
১৮	এতিমখানা	৪৮ টি
১৯	গবাদি পশুর খামার	৫টি
২০	ব্রীজ/কাল ভার্ট	৪৪৯
২১	নলকূপের সংখ্যা	৬৩০৯
২২	আইপিএম ক্লাব সংখ্যা	৩৬ট
২৩	সার ডিলার সংখ্যা	২২টি
২৪	খুচরা সার ডিলার সংখ্যা	১৯৮ টি
২৫	কীটনাশক ডিলার সংখ্যা	২৩৫ টি

২. পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ হচ্ছে উপজেলার 'বাস্তব অবস্থার একটি চিত্রায়ন'। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সন্নিবেশন এমনভাবে করতে হবে যাতে সম্ভাব্য সকল সম্পদ ব্যবহার করে কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা সহায়তা করে। পরিস্থিতি বলতে উপজেলায় বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণগুলোর সম্মিলিত বিশ্লেষণকে বোঝায়। তথ্য ও উপাত্ত বিশদভাবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপজেলার মুখ্য উন্নয়ন সম্ভাবনা, সুযোগ, সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি প্রধান উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলির শনাক্তকরণও জরুরী। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলোও গুরুত্বপূর্ণ (যেমন, আগের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বা বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে লক্ষ্য শিক্ষা)। কোন্ লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এবং কোন্ লক্ষ্য অর্জন করা যায়নি এবং কেন- সেটা জানতে হবে। কোন্ উন্নয়ন উদ্যোগ কাজ করেছে এবং কোন্ উদ্যোগ কাজ করেনি? কোন্ পন্থা গতিশীল করা প্রয়োজন বা কোন পন্থা বাতিল করা প্রয়োজন? মোদা কথা হলো, বর্তমান করা পরিকল্পনার জন্য অতীতের উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে উপজেলা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির পরিবর্তে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে কেননা বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে উন্নয়নের জন্য একটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা। উপজেলাকে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে এবং/অথবা উন্নয়নের জন্য খাত চিহ্নিত করতে হয়। অপরদিকে, বার্ষিক পরিকল্পনায় উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট প্রকল্প/পদক্ষেপ চিহ্নিত করবে।

উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে প্রতিটি খাতের জনকেন্দ্রিক সমস্যা চিহ্নিত করে তার অবস্থান, পরিমাণ, কারণ, সমস্যা সমাধানে চলমান কার্যাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং চলমান কার্যাবলি শেষে ৫ বছর পর আর কতটুকু সমস্যা থাকবে তা চিহ্নিত করে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণে সুপারিশ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ তার সক্ষমতা অনুযায়ী সুপারিশ থেকে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও টিজিপি পরিস্থিতি বিশ্লেষণে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করেছে।

মুরাদনগর উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে আর্থ-সামাজিক সূচকে তাদের অবস্থানের কারণ অনুসন্ধান করেছে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে স্বাস্থ্য খাতে উপজেলার সরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের অবকাঠামো ও উপকরণের অপ্রতুলতার কারণে আগত রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সম্ভবপর হচ্ছে না। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে প্রতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সুবিধা অপ্রতুল। জনস্বাস্থ্য খাতে এ উপজেলার ২০,০০০ টি দরিদ্র পরিবার নিরাপদ স্যানিটেশন ও খাবার পানি ব্যবহারের আওতায় নেই। শিক্ষা খাতে বিশেষতঃ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম। অপ্রতুল অবকাঠামো, শিক্ষা গ্রহণে উন্নত পরিবেশ ও উপকরণের সংকট তার অন্যতম কারণ। একই সাথে দরিদ্র ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ, বাল্যবিয়ে ও বিদ্যালয়ে ছাত্রীবাঞ্ছন স্যানিটেশনের অনুপস্থিতির কারণে বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের উপস্থিতির হার আশানুরূপ নয়। জাতীয় সরকার, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে যোগাযোগ খাতে বড় সড়ক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রদান করে এবং উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মাণ কষ্টকর বিধায় উপজেলা পরিষদ ছোট ছোট সংযোগকারি সড়ক, গাইড ওয়াল, কার্লভাট ও ড্রেন নির্মাণ করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য খাতের তথ্য পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছে।

ছক ২ঃ উপজেলার খাতভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণঃ

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি	০১ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
স্বাস্থ্য	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ আগত রোগীগণ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	২০,০০০ জন রোগী	১। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, সিসি ক্যামেরা, পরিচ্ছন্নতা কর্মী নাই। ২। মাঠ পর্যায় থেকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোন সুব্যবস্থা নেই। ৩। ডাইনিং রুম না থাকায় রোগী ও তার স্বজনেরা ওয়ার্ডেই খাবার খায় ও পরিবেশ নষ্ট করে। ৪। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বাইরে কোন টয়লেট নাই। ৫। হাসপাতালে আগত রোগী ও তাদের স্বজনদের সময় কাটানোর কোন ব্যবস্থা নেই।	কার্যক্রম নেই	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ আগত ২০ হাজার রোগী স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে	১। আধুনিক মান সম্মত ল্যাব করা যেতে পারে। ২। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, বেড, নেবুলাইজার মেশিন, গ্লুকোমিটার, বিপি মেশিন, ওটি রুমের যন্ত্রপাতি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা যেতে পারে এবং বিদ্যমান এ্যাম্বুলেন্সটি রিপেয়ার করা যেতে পারে। ৪। হাসপাতালের বাহিরে একটি টয়লেট স্থাপন করা যেতে পারে। ৫। হাসপাতালে ডাইনিং রুমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৬। জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে ইপিআই শেড নির্মাণ করা যেতে পারে।
স্বাস্থ্য	উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীগণ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।	২২টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও ৪৭ কমিউনিটি ক্লিনিক	২,৫৫,০০০ জন রোগী	১। ২২ টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও ৪৭ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। ২। ২২টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও ৪৭ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, সিসি ক্যামেরা নাই। ৩। মাঠ পর্যায় থেকে উপ-	কার্যক্রম নেই	২২টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও ৪০ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত ৬৭ হাজার রোগী স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে।	১। ২২টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও ২২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সোলার প্যানেল স্থাপন করা যেতে পারে। ২। ২২টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ৪ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, বেড, নেবুলাইজার মেশিন, গ্লুকোমিটার, বিপি মেশিন, যন্ত্রপাতি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। ৪৭টি কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারীওয়াল

				স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আসার জন্য পরিবহন নেই। ৪। কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারী না থাকায় নিরাপত্তার অভাব রয়েছে।			নির্মান করা যেতে পারে। ৪। মাঠ পর্যায় থেকে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আসার জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
পরিবার পরিকল্পনা	উপজেলার গর্ভবর্তী মায়েরা ও নবজাতকসমূহ মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে আছে।	২২ টি ইউনিয়নে ১৯৮টি ওয়ার্ডে।	এ উপজেলার ১০৬০১৫ জন সক্ষম দম্পতি (রিপোর্ট উপজেলা পরিকল্পনা অফিস)।	১। বাড়ীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অপ্রশিক্ষিত ধাত্রী/নার্সদ্বারা বাচ্চা প্রসব করা। ২। উপজেলার গর্ভবর্তী মায়েদের গর্ভকালীন স্বাস্থ্যশিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীর সুফলের ব্যাপারে অবগত নন। ৩। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্রসমূহে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির অভাবে নরমাল ডেলিভারী ব্যাহত হচ্ছে ৪। পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষিত ধাত্রী/দাই নার্সের অভাব।	১। উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর ইউনিয়ন পর্যায়ে ২২ টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ও ৮০ জন স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে গর্ভবর্তীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। ২।	আনুমানিক ১০,৭৭০ জন গর্ভবর্তী মা।	১। গর্ভবর্তী মা ও তার পরিবারকে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীর সুবিধা ও গর্ভবর্তীর জটিলতা সম্পর্কে অবহিত করতে ইউনিয়ন পর্যায়ে আগামী পাঁচ বছরে ৮০ টি অবহিতকরণ ক্যাম্পইন/ উঠান বৈঠক/ পরিবার সমাবেশ পরিচালনা করা যেতে পারে। ২। ২২ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রসমূহ ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের অপারেশন থিয়েটার রুমের মানসম্মত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ৭২ জন সিএসবি/দাই নার্সকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী প্রদান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।
পরিবার পরিকল্পনা	উপজেলার দরিদ্র ও প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত পরিবারসমূহ স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।	মুরাদনগর উপজেলা ২২ টি ইউনিয়ন	প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত ২১,১৮৯ টি পরিবার দরিদ্র পরিবার	১। উপজেলায় তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক কোন প্রোগ্রাম চালু না থাকায় স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যাপারে সঠিক ও যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞান নেই। ২। শিক্ষার অভাবে ও ধর্মীয় কুসংস্কারের কারণে জনগণের মাঝে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সঠিক জ্ঞান নেই।	উক্ত উপজেলায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে মাসে ৫৮ টি স্যাটেলাইট সম্পাদিত হয় কিন্তু প্রশিক্ষক ও অর্থাভাবে স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচী চালু করা যায় নাই।	প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত ২১,১৮৯ টি দরিদ্র পরিবার।	১। ৫৮ টি স্যাটেলাইট স্বাস্থ্য প্রোগ্রাম চালু করতে ৫০ জন দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরী করা যেতে পারে। ২। প্রতিটি স্যাটেলাইটে মাসে একবার একজন দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা দরিদ্র পরিবারের নারী/ গৃহিণীদের ২০/৩০ জনের ব্যাচ ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রোগ্রাম/ ক্যাম্পইন চালু করা যেতে পারে। ৩। প্রতিটি স্যাটেলাইট পরিচালনার জন্য মৌলিক যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি, ওষুধ ও নাস্তা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
জনস্বাস্থ্য	উপজেলার দরিদ্র পরিবারসমূহ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা পানিবাহিত রোগের ঝুঁকির	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	অত্র উপজেলায় প্রায় ৩০০ টি পরিবার ল্যাট্রিনবিহীন ও ১৫০০ টি পরিবার	১। আর্থিক সংকটের কারণে দরিদ্র পরিবারসমূহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করতে পারছে না। ২। দরিদ্র পরিবারসমূহ আর্থিক সংকটের কারণে নলকূপ স্থাপন করতে পারছে না। ৩। পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন	১। জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর অনির্দিষ্ট সংখ্যক ল্যাট্রিন প্রদান করা হচ্ছে। ২। পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প ও অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় প্রতিবছর অনির্দিষ্ট সংখ্যক নলকূপ প্রদান করা	৩০০ টি পরিবার ল্যাট্রিনবিহীন থাকবে। নলকূপবিহীন ১৫০০ টি পরিবার বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার হতে বঞ্চিত হবে।	১। উপজেলায় ৩০০ টি ল্যাট্রিনবিহীন দরিদ্র পরিবারগুলোর মাঝে ল্যাট্রিন স্থাপন করে দেয়া/ল্যাট্রিন স্থাপন করতে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। ২। নলকূপবিহীন ১৫০০ পরিবারের মাঝে নলকূপ স্থাপন করা যেতে পারে। ৩। ৫৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৩৫ টি

	মধ্যে আছে এবং মাত্রারিক্ত আয়রন বিদ্যমান		নলকূপবিহীন।	বিষয়ে সচেতনার অভাবে দরিদ্র পরিবারসমূহ ল্যাট্রিন ব্যবহার করেনা।	হয়। ৩। এচবা/ঘঘএচবা-১ প্রকল্পের আওতায় ২২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াশ ব্লকের নির্মাণ কাজ চলমান আছে এবং ১৬ টি বিদ্যালয়ে নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।	৫৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৩৫ টি মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার উপযোগী ওয়াশ ব্লক থাকবে না।	মাদ্রাসায় ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা যেতে পারে।
মাধ্যমিক শিক্ষা	উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার আশানুরূপ নয়।	সমগ্র উপজেলার ৫৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩৫টি মাদ্রাসা	৫০০০০ ছাত্র-ছাত্রী	১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব রয়েছে। ২। বিদ্যালয়সমূহে জরাজীর্ণ দুর্বল অবকাঠামো, শ্রেণীকক্ষ সংকট। ৩। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পৃথক স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নাই। ৪। বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব। ৫। দরিদ্র ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণের অভাব। ৬। মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়ে শিক্ষার্থীদের বাল্য বিবাহ।	মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে ৬ টি বিদ্যালয়ে ৪ তলা ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে।	৫৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৩৫ টি মাদ্রাসার দুর্বল অবকাঠামো, শ্রেণীকক্ষ সংকট, স্যানিটেশন সমস্যা, আসবাবপত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সংকট থাকবে।	১। ৫৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, ৩৫টি মাদ্রাসার ও ৫ টি কলেজে অবকাঠামো উন্নয়ন ও শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা যেতে পারে। ২। ৫৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩৫ টি মাদ্রাসা ও ৫ টি কলেজে বেঞ্চ, আলমারি, চেয়ার টেবিল, কম্পিউটার, পানির ফিল্টার ইত্যাদি প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ৫৫ টি বিদ্যালয় ও ৩৫ টি মাদ্রাসাতে ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা যেতে পারে। ৪। ২০০০ শিক্ষার্থীর মাঝে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে। ৫। মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন বিরোধী ৪০ টি ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা যেতে পারে।
মাধ্যমিক শিক্ষা	নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি (বিজ্ঞান, ইংরেজী ও গনিত) বিষয়ে ধারণা কম	অত্র উপজেলার ৫৫টি বিদ্যালয়, ৩৫টি মাদ্রাসা ও ১২টি কলেজ	৫৬০ জন শিক্ষক ও ৯০ জন কর্মচারী	১। ইংরেজী, গনিত বিজ্ঞান এবং আইসিটির বিষয়ে শিক্ষকগণ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ পান না বিধায় তাদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। ২। কর্মচারীরা নথি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ পান না।	কার্যক্রম নেই।	২৪০ জন শিক্ষক আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি ও ৯০ জন কর্মচারীর নথি ব্যবস্থাপনা ও আইসিটির উপর ধারণা কম।	১। উপজেলা পরিষদ ২৪০ জন শিক্ষকের ইংরেজী, গনিত বিজ্ঞান এবং আইসিটির বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। ৯০ জন কর্মচারীর নথি ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
প্রাথমিক শিক্ষা	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের	অত্র উপজেলার	৫৬১৬২ জন শিক্ষার্থী	১। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে জরাজীর্ণ অবস্থা ও পর্যাপ্ত পরিমাণে শ্রেণীকক্ষ, আসবাবপত্র, স্বাস্থ্যসম্মত	১। পিইডিপি-৪ এর আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৬ টি বিদ্যালয়ে ১৫ ভবন নির্মাণ কাজ চলছে	৩৬৫৪২ জন শিক্ষার্থী	১। ২০৪ বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কন্টেন্ট-এ পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষ সজ্জিতকরণ ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম তৈরী করা যেতে পারে।

	বিদ্যালয়ে মানসম্মত, আধুনিক ও আনন্দায়ক পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ ব্যহত হচ্ছে।	২০৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়		টয়লেট, খেলাধুলার সরঞ্জামাদি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণের অভাব। ২। পর্যাপ্ত পরিমাণে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষের সংকট। ৩। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণা নেই।	২। পিইডিপি-৪ এর আওতায় বিদ্যালয় ভবন মেরামতের জন্য প্লিপ-এর মাধ্যমে পাঠদান উন্নয়নে ২০৪ টি বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ৫০-৭০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। ৩। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ১০ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী প্রদানের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। ৪। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ নেই এমন ১৮ টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপনের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। ৫। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ১০,০০০ টাকা করে ৩৮ টি বিদ্যালয়ের ৭২ টি ওয়াশ ব্লক রুটিন মেইনটেনেন্স করা হয়ে।		২। ৮৩১ জন শিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট-এর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ১৫০ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী (দোলনা, প্লিপার, ব্যালেন্সার ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৪। ১১০ টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র (বেঞ্চ, আলমারী, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৫। ২০৪ টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ (ব্যাগ, জ্যামিতি বক্স, রং পেন্সিল, পানির পট, স্কেল, ছাতা, বিদ্যালয়ের ইউনিফর্ম ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৬। ১০ টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন করা যেতে পারে। ৭। ৯০ টি বিদ্যালয়ে ভবন মেরামত করা যেতে পারে। ৮। ৩০ টি দুর্বল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।
কৃষি	উপজেলার কৃষকরা কৃষি উৎপাদন হতে আর্থিকভাবে কম লাভবান হচ্ছেন	মুরাদনগর উপজেলার ২২ টি ইউনিয়ন	৭৯,৩৫৭ টি কৃষি পরিবার	১। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, মাটির স্বাস্থ্য, সুশ্রম সারের ব্যবহার বিষয়ে কৃষকদের জ্ঞান ও ধারণা কম থাকা। ২। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার টিলার, ট্রান্সপ্ল্যান্টার, রিপার, ফুট পাম্প, ফিতা পাইপ ইত্যাদি) ক্রয়ে কৃষকের মূলধনের অভাব। ৩। পাকা সেচ নালা না থাকার কারণে সেচের ৩০% পানি অপচয় হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ ও ডিজেল খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে।	১। আধুনিক কলাকৌশল এর মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন প্রকল্প-এর মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ১২৫ টি দলো মোট ১৮৭৫ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (Compact) আকারে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২। কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন প্রকল্প-এর মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ৮ টি দলে মোট ৩২ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (Compact) আকারে উন্নতমানের	৩৪,৯৪৭ জন কৃষক পরিবার প্রশিক্ষণ পাবে না	১। ৪০০ টি কৃষক পরিবারকে জৈব সার উৎপাদনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। উপজেলার বিভিন্ন কৃষক দলের মাঝে আধুনিক কৃষি উপকরণ(পাওয়ার টিলার, ট্রান্সপ্ল্যান্টার, রিপার, ফুট পাম্প, ফিতা পাইপ ইত্যাদি) প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। ১০০০ মিটার সেচ নালা পাকা করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

					<p>ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।</p> <p>৩। সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প-এর মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ৮ টি দলে মোট ৫০৫ জন কৃষকে বহুবিধ শস্য প্রবর্তন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।</p> <p>৪। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা নিরূপন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।</p> <p>৫। খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় পর্যায়) প্রকল্প বরাদ্দমাফিক অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত কৃষকদের ৫০% উন্নয়ন সহায়তায় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার টিলার, ট্রাসপ্যান্টার, রিপার, ফুট পাম্প, ফিতা পাইপ ইত্যাদি) বিতরণ করা হবে।</p> <p>৬। কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০০ মিটার সেচ নালা পাকা করা হবে।</p>		
প্রাণিসম্পদ	উপজেলার গবাদী পশুপাখি পালনকারি পরিবারগণ আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন	উপজেলা সকল ইউনিয়নে গবাদী পশুর রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে।	৬০ হাজার পরিবারের ২ লক্ষ ২০ হাজার গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া, ৭০ হাজার পরিবারের ৪ লক্ষাধিক দেশী মুরগী, কবুতর ও	<p>১। গবাদী পশুপাখিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সঠিক সময়ে কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান না করার কারণে প্রতি বছর প্রচুর সংক্যক গবাদী পশুপাখি বিভিন্ন রোগজনিত কারণে বিশেষতঃ গরু ও মহিষের ক্ষুরা রোগ ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগ ও দেশী মুরগী রানীক্ষেত রোগে মারা যায়।</p> <p>২। গবাদী পশুর কৃমিনাশক প্রয়োগ, ভ্যাক্সিনেশন ও পালন পদ্ধতি বিষয়ে পশুপাখি</p>	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর হতে ২ লক্ষ ২০ হাজার গবাদীপশুর জন্য বার্ষিক ৭ লক্ষ ডোজ টিকার চাহিদার বিপরীতে প্রতি বছর মাত্র ৬০ হাজার ডোজ করে টিকা প্রদান করা হচ্ছে। ৪ লক্ষাধিক দেশী হাঁস, মুরগী, কবুতরের রানীক্ষেত রোগের জন্য বছরে ২৪ লক্ষ ডোজ চাহিদার বিপরীতে প্রতি বছর ৩ লক্ষ ডোজ প্রদান করা হচ্ছে।	২ লক্ষ ২০ হাজার গবাদীপশুর জন্য ৫ বছরে ৩২ লক্ষ ডোজ টিকার প্রয়োজন হবে। ৪ লক্ষাধিক দেশী মুরগী, হাঁস ও কবুতরের রানীক্ষেত রোগের জন্য ৫ বছরে ১ কোটি ৫ লক্ষ ডোজ টিকার প্রয়োজন।	<p>১। উপজেলা পরিষদ ৯০ হাজার ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগের প্রতিষেধক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে।</p> <p>২। ২ লক্ষ ২০ হাজার গরু, ছাগল ও ভেড়ার কৃমিনাশক, ১ লক্ষ ৩০ হাজার গরু ও মহিষের ক্ষুরা রোগের প্রতিষেধক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে।</p> <p>৩। ৪ লক্ষাধিক দেশী মুরগী, হাঁস ও কবুতরের টিকা প্রদানের জন্য ৯৯ জন (প্রতি ওয়ার্ডে ১ জন) টিকা কর্মীর প্রশিক্ষণ ও প্রতিষেধক সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।</p>

			হাঁস।	পালনকারীদের ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব।			
মৎস্য	গ্রীষ্মকালে মৎস্য চাষিরা মাছ উৎপাদন করতে পারছে না	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১৫০০০ জন মৎস্য চাষী	১। পুকুরগুলো যথেষ্ট পরিমাণে গভীর না হওয়াতে গ্রীষ্মকালে উপজেলার অধিকাংশ পুকুর শুকিয়ে যায় এবং পানির অভাবে মাছ চাষ ব্যহত হয়। ২। ভূগর্ভস্থ পানির যথেষ্ট ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির গভীরতা কমে যাচ্ছে।	১। ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ ও প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)"-এর মাধ্যমে বাৎসরিক বরাদ্দ অনুযায়ী আনুমানিক ১০২ জন মৎস্য চাষীকে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২। জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প"-এর মাধ্যমে ৯ টি জলাশয় (৫.৮২ হেক্টর) সংস্কার করা হচ্ছে।	জন মৎস্য চাষি প্রশিক্ষণ পাবে না	১। ২০০ জন মৎস্য চাষীর স্বল্প মেয়াদী মাছ চাষের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। ৩৫৬০ জন মৎস্য চাষীর মাঝে দল ভিত্তিক বিভিন্ন উপকরণ (এরেটর, পিলেট মেশিন, জাল, পাম্প ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে।
মহিলা বিষয়ক	উপজেলার হতদরিদ্র, বিধাব, প্রতিবন্ধী, তালাকপ্রাপ্তা, স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে।	উপজেলা সকল ইউনিয়ন	আনুমানিক ২০০০০ জন নারী	১। প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও শিক্ষার অভাব। ২। দারিদ্র্যতার কারণে নারীরা বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন না। ৩। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ে জলাবদ্ধতা, অবকাঠামো সম্যসা, আসবাবপত্র সংকটের কারণে সীমিত সংখ্যক নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হলেও অন্যান্য ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাচ্ছে না। ৩। মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকার কারণে দরিদ্র মহিলাদের জন্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত "মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" ও উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রকল্প" এর মাধ্যমে প্রতি বছর ৫৬০ জন মহিলাকে দর্জি বিজ্ঞান ও ব্লক বাটিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।	২০০০০ জন নারী কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে বঞ্চিত হবেন।	১। ৫০০ জন নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। প্রশিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র প্রদান করা যেতে পারে। ৩। জলাবদ্ধতা দূরীকরণে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের পাশে ড্রেন নির্মাণ করা যেতে পারে।
যোগাযোগ	জনগণ উপজেলার বিভিন্ন পরিষেবাগুলোতে গমনের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১। ৭.৫০ কি.মি (১২ টি) উপজেলা সড়ক ৮৫.৩২ কি.মি (১৬২ টি) গ্রামীণ সড়ক ও সংযোগকারী সড়ক কাঁচা হওয়াতে উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলো (স্কুল, কলেজ,	১। উপজেলা ৭.৫০ কি.মি (১২ টি) উপজেলা সড়ক ৮৫.৩২ কি.মি (২৫ টি) ইউনিয়ন ও ৪৬৫.২৭ কি.মি (১৬২ টি) গ্রামীণ সড়ক ও সংযোগকারী সড়ক কাঁচা হওয়াতে উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলো (স্কুল, কলেজ,	১। জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (IRIDP-3)-এর মাধ্যমে আনুমানিক ৪০ কি.মি ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করা হবে। ২। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (RDRIIP-২) এর মাধ্যমে আনুমানিক ৩০ কি.মি ইউনিয়ন ও	৪০৭ কি.মি গ্রামীণ সড়ক কাঁচা থেকে যাবে।	১। ১০ কি.মি সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন (এইচবিবি/আরসিসি) করা যেতে পারে। ২। ২৫০০ মিটার গাইডওয়াল ও ২৫০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা যেতে পারে। ৩। বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে ২৪ টি কার্লভাট নির্মাণ করা যেতে পারে। ৪। বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে চাহিদামাফিক সোলার

			<p>টি) ইউনিয়ন ও ৪৬৫.২৭ কি.মি (১৬২ টি) গ্রামীণ সড়ক কাঁচা। ২। ১২৫.৪৯ কি.মি পাকা সড়ক মেরামত প্রয়োজন</p>	<p>হাসপাতাল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাট- বাজার, গ্রোথ সেন্টার ইত্যাদি) যাতায়াতের ক্ষেত্রে জনগণ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। ২। উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়কসমূহের পার্শ্ব পানি নিষ্কাশনের ড্রেন ও কার্ণভাট না থাকায় সড়কে জলাবদ্ধতা তৈরী হচ্ছে এবং গাইডওয়াল না থাকায় সড়ক ভেঙে যাচ্ছে এবং সড়কের স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে।</p>	<p>গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করা হবে। ৩। পল্লী সড়ক ব্রীজ/কার্ণভাট মেরামত কর্মসূচী (GOBM) এর আওতায় আনুমানিক ৬০ কি.মি সড়ক সংস্কার করা হবে। ৪। রুরাল কমিউনিটি ইমপুভমেন্ট প্রজেক্ট (RCIP)-এর আওতায় ১৯ কি.মি গ্রামীণ সড়ক মেরামত করা হবে। ৫। নবিদেব প্রকল্পের আওতায় ৯ কি.মি সড়ক সংস্কারের কাজ চলমান আছে। ৬। উপজেলা শহর মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP)-এর আওতায় সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ করা হবে। ৭। রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সড়ক নির্মাণ করা হবে।</p>		<p>বাতি প্রদান করা যেতে পারে।</p>
সমবায়	উপজেলার আশ্রয়ণ প্রকল্পসমূহে বসবাসরত পরিবারসমূহের খেলাপী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।	০১টি আশ্রয়ণ প্রকল্প	২০টি পরিবার	<p>১। নির্দিষ্ট কোন ট্রেডে প্রশিক্ষিত না হওয়াতে পরিবারসমূহ ঋণের সঠিক ব্যবহার করছে না। ২। পরিবারের সদস্য বৃদ্ধি পাওয়াতে অনেক পরিবার ব্যারাক ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ৩। ব্যারাকসমূহের জরাজীর্ণ অবস্থা, ল্যাট্রিন ও নলকূপ সংকটের কারণে অনেক পরিবার ব্যারাক ছেড়ে চলে গেছে।</p>	কার্যক্রম নেই	২০ পরিবার ঋণখেলাপী হয়ে যাবে।	<p>১। ০১ টি আশ্রয়ণ প্রকল্প জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার করা যেতে পারে। ২। আশ্রয়ণে বসবাসরত ২০ পরিবারকে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে এবং তারপর সমবায় দপ্তর হতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।</p>
সমবায়	উপজেলা সমবায় কার্যালয় হতে সমবায় সমিতির সদস্যদের সেবা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে	উপজেলা সমবায় কার্যালয় , উপজেলা পরিষদ,	নিবন্ধিত ২৫৭ টি কার্যকর সমবায় সমিতির ১০ (দশ) হাজার	<p>১। উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের জরাজীর্ণ অবকাঠামো</p>	কার্যক্রম নেই	নিবন্ধিত ২৫৭ টি কার্যকর সমবায় সমিতির ১০ হাজার (দশ) সদস্য	<p>১। জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন করা যেতে পারে।</p>

		জলঢাকা	সদস্য				
যুব উন্নয়ন	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ে আগত সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রাপ্তি বিস্তৃত হচ্ছে	উপজেলা + যুব উন্নয়ন কার্যালয় , জলঢাকা		উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ের জরাজীর্ণ অবকাঠামো	কার্যক্রম নেই		জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ের অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন করা যেতে পারে।
পল্লী উন্নয়ন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয় হতে ঋণ গ্রহীতার ঋণ পরিশোধে অনীহা দেখাচ্ছেন এবং ঋণখেলাপী হয়ে যাচ্ছেন।	উপজেলা র সকল ইউনিয়ন	৪০০০ জন ঋণ গ্রহীতা	১। গৃহীত ঋণের অর্থ সঠিক খাতে বিনিয়োগ করতে পারছে না। ২। ঋণের অর্থ পরিশোধে অনীহা ও অপারগতা প্রকাশ করা।	কার্যক্রম নেই	৪০০০ জন ঋণ গ্রহীতা	১। উপজেলা পরিষদ ৪০০০ জন ঋণ গ্রহীতার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।
দুর্যোগ ব্যবস্থা পনা	দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।	উপজেলা র সকল ইউনিয়ন	উপজেলার সকল জনগণ	১। দুর্যোগের সময় জনগণের করণীয় সম্পর্কে ধারণার অভাব। ২। দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে উদ্ধারকার্য পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক নেই।	১। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়ে।	উপজেলার সকল জনগণ	১। প্রতি ইউনিয়নে ১ টি (১১ ইউনিয়নে ১১ টি) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ২। মশক নিধনে ০৯ টি ফগার মেশিন ক্রয় করা যেতে পারে।

৩. বাজেটের সার-সংক্ষেপ

সম্পদের চিত্রায়ন উপজেলা পরিষদের জন্য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বা বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি চর্চা। কেননা উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন তহবিল ঐ উপজেলার উন্নয়নে ব্যয়িত সমূদয় সম্পদের মাত্র ৫-১০%। এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে সম্পাদন করা যেতে পারে। এত এক বছরের উন্নয়ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হবে যেগুলোর অর্থ যোগান উপজেলার নিম্নোক্ত উৎস থেকে আসার কথাঃ ১) উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি); ২) বিশেষ অনুদান; ৩) স্থানীয়ভাবে অর্জিত সম্পদ; ৪) জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ, যা মন্ত্রণালয়/বিভাগদ্বারা পরিচালিত হয় ও মন্ত্রণালয় এবং/অথবা হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়; ৫) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন ও পৌরসভা); ৬) সংসদ সদস্য; ৭) এনজিও এবং ৮) বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এই উৎসগুলোর ভেতর হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের তথ্য প্রাপ্তি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ নিজ নিজ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও আঞ্চলিক অফিসগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে উপজেলাতে কোন্ ধরনের উন্নয়ন কাজ হচ্ছে এবং কোন উন্নয়ন কার্যক্রম নেয়া হবে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং এগুলোর বাৎসরিক প্রাক্কলন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সারা বছরব্যাপী রাখা উচিত। উপজেলার ভেতর চলমান ও গৃহীতব্য অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো কি কি-তা না বুঝে উপজেলা পরিষদ একটি সমন্বিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবে না বা অন্যদিকে উপজেলার উন্নয়নে তার সীমিত সম্পদসমূহের দক্ষ ব্যবহারও নিশ্চিত করতে পারবে না।

বার্ষিক পরিকল্পনার সম্পদ চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণের জন্য নিম্নোক্ত চিহ্নিতকরণের সারসংক্ষেপ (সারণি-৩) ব্যবহার করতে পারে।

ছক-৩ঃ উপজেলার সম্পদ চিহ্নিতকরণের একটি সারসংক্ষেপ

ক্রমিক নং	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ	বার্ষিক বরাদ্দ
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	১.০০ কোটি	৭৭.০০ লক্ষ
২	উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল	৪.০০ কোটি	৭.০০ কোটি
৩	স্থানীয়ভাবে আহরিত সম্পদ	--	--
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রকল্প বাবদ এনবিডিসমূহের বাজেট	--	--
৫	ইউনিয়ন/পৌরসভা উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি	--	--
৬	উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প		
৭	এনজিও/সিএসও প্রকল্প		
৮	ব্যক্তিখাতের প্রকল্প		

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রম (এডিপি)-এর আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং স্থানীয়ভাবে অর্জিত সম্পদের উপর উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। উপরের টেবিল ২-এ ক্রমিক ১, ২ বার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকা তহবিল। ২০২২-২৩ অর্থবছরে উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি খাতে গৃহীত প্রকল্প তালিকা যথাক্রমে (পরিশিষ্ট “ক” ও “খ”)।

৪. বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম

উপজেলাতে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত সকল সম্পদ বিবেচনা করার মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ উপজেলায় বাস্তবায়িত সকল উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং পরিপূরকতা বজায় রাখার পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে দ্বৈততা থাকলে তা পরিহার করতে পারে। এভাবে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনাতে উন্নয়ন তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারে যা পরবর্তীতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলাফল এবং প্রভাব নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

উন্নয়নের ফলাফলকে সর্বাধিক করতে এবং উপজেলা স্তরে সীমিত সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদ উপজেলায় ইউনিয়ন, পৌরসভা ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সাথে উত্তম সময় এবং সহযোগিতা এমনভাবে নিশ্চিত করবে যেন বিভিন্ন প্রকল্প/পরিকল্পনার মধ্যে পরিপূরকতা এবং সায়ুজ্য (Senergy) তৈরী করা যায়। একটি উত্তম সম্পদ চিত্রায়নের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করতে পারে এবং প্রধান প্রধান উন্নয়ন খাতগুলোতে চাহিদা ও সম্পদের মধ্যে পার্থক্য থাকে তা সনাক্ত করতে পারবে। এভাবে উপজেলা পরিষদ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন্ কোন্ খাতে বরাদ্দ প্রাধান্য পাবে সেটা নির্ধারণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ এমনসব উন্নয়ন উদ্যোগে বরাদ্দ বিবেচনা করবে যা থেকে একাধিক ইউনিয়ন পরিষদ উপকৃত হবে এবং যা এককভাবে একটি ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

মুরাদনগর উপজেলার বিভিন্ন উৎস হতে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে শিক্ষা খাতে উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষা খাতে জাতীয় সরকারের পদক্ষেপ বেশি। অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক বেশি বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। একইভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সড়ক নির্মাণ ও সংস্কারে জাতীয় সরকারের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। অন্যদিকে স্বাস্থ্যখাতে জাতীয় সরকার বড় প্রকল্প গ্রহণ করলেও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য খাতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বরাদ্দ তুলনামূলকভাবে কম। এক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ তার আর্থিক সংগতির মধ্যে এই সব সমস্যা সমাধানে ছোট প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে বলে মনে করে। একইভাবে প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য খাতের তুলনায় কৃষি খাতে জাতীয় সরকারের কার্যক্রম অনেক বেশি। জাতীয় সরকার স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেটনীর আওতায় সরকার সমাজের পিছিয়ে পড়া ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

ছক-৪ঃ উপজেলায় বিভিন্ন উৎস হতে পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২১-২২	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২২-২৩
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প						
শিক্ষা	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প পিইডিপি (PEDP-৪)	মুরাদনগর উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, বড় ধরনের সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ। পিইডিপি-৪ এর আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ১১ বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ সম্প্রসারণ অনুমোদিত হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩	০০	০০
শিক্ষা	চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প-১ (NBIDGPS-১)	উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, বড় ধরনের সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩		

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২১-২২	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২২-২৩
		পরিবেশ নিশ্চিতকরণ। এ প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১ টি এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মান কাজ চলমান রয়েছে।				
শিক্ষা	চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প-১ (NBIDNNGPS-১)	উপজেলার সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পুনর্নির্মান, বড় ধরনের সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।				
শিক্ষা	রাজস্ব খাতের বিদ্যালয় মেরামত	২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের মাধ্যমে ১.৫ লক্ষ টাকা করে ১৯ টি বিদ্যালয় মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে।				
শিক্ষা	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থী শিক্ষা বৃত্তি প্রদান	উপজেলা ২০৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি		
শিক্ষা	School Level Implemenation Plan (Slip)	উপজেলার সকল ২০৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান উন্নয়নে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে প্রতিটিতে ৫০-৭০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।	উপজেলা সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি		
শিক্ষা	খেলার সামগ্রী প্রদান	২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী প্রদানের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে।	উপজেলার ১০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
শিক্ষা	সোলার প্যানেল স্থাপন	২০২২-২৩ অর্থবছরে বিদ্যুৎ নেই এমন ১৮ টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপনের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে।	উপজেলার ১৮ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গৌষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২২	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২২-২৩
শিক্ষা	প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ ক্রয়	উপজেলার ২০৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক প্রাথমিক শ্রেণীকক্ষের উন্নয়ন	উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি		
শিক্ষা	উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টয়লেট মেরামত ও সংস্কার	২০২১-২২ অর্থবছরে ১০,০০০ টাকা করে ৩৮ টি বিদ্যালয়ের ৭২ টি ওয়াশ ব্লক-এর রুটিন মেইনটেনেন্স করা হয়।	উপজেলা ২০৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি		
শিক্ষা	সাব ক্লাস্টার ট্রেনিং	২০৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের ৩৭ টি ক্লাস্টারে ভাগ করে ৩ মাস অন্তর ১ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ	উপজেলা ২০৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি		
শিক্ষা	UITRCE BANBEIS	প্রকল্পের আওতায় উপজেলাস্থ মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষককের আইসিটির বেসিক প্রশিক্ষণের সুযোগ লাভ করেছে। ফলে শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ পরিচালনাসহ অনলাইনে বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করতে শিক্ষকগণ দক্ষতা অর্জন করেছে।	উপজেলাস্থ সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং কলেজ	চলমান কর্মসূচি		
শিক্ষা	মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রকল্প (বাউবাওচ)	০৩ টি উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষা কার্যক্রমে সরকার সহায়তা করেছে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঝরে পড়ার হার অনেকাংশে রোধ হয়েছে।	উপজেলাস্থ সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং কলেজ	চলমান কর্মসূচি		
অবকাঠামো উন্নয়ন	জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (IRIDP-2)	উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের বিভিন্ন সড়ক, ব্রীজ, কার্লভাট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের জন্য গ্রাম ও বাজার/গ্রোথ সেন্টারের মাঝে	রলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২০২৩		

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২১-২২	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২২-২৩
		যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করার মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদের উন্নয়ন করা।				
অবকাঠামো উন্নয়ন	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (RDRIIP-2)	উপজেলা হেডকোয়ার্টারের সাথে বিভিন্ন ইউনিয়ন সেন্টার, গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামের যোগাযোগ সহজতর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সড়ক, ব্রীজ, কার্লভাট তৈরি করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন করে এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকার মানোন্নয়ন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
অবকাঠামো উন্নয়ন	পল্লী সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট মেরামত কর্মসূচী (এঙইগ)	গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো পুনর্নির্মান করে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা এবং এলাকার জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
অবকাঠামো উন্নয়ন	শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (CTULO)	এই প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে উপজেলার ৩ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হচ্ছে।				
অবকাঠামো উন্নয়ন	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প-২ (UCCP-2)	উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদ এর ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।				
অবকাঠামো উন্নয়ন	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP)	এই প্রকল্পে আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৩ টি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও মেরামত করা হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
অবকাঠামো উন্নয়ন	রুরাল কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (RCIP)	২০১৯-২০ অর্থবছরে শুরু হওয়া রুরাল কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (RCIP)-এর আওতায় আনুমানিক ১৯ কি.মি গ্রামীণ সড়ক মেরামত করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২১-২২	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২২-২৩
অবকাঠামো উন্নয়ন	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প	কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সড়ক নির্মাণ ও সেচ নালা পাকা করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলা শহর (পৌরসভা নেই) মহাপরিকল্পনা প্রনয়ণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (টএগওউচ)	উপজেলা শহর (পৌরসভা নেই) মহাপরিকল্পনা প্রনয়ণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (টএগওউচ)-এর আওতায় সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	কাবিখা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	টি আর/কাবিটা কর্মসূচীর আওতায় সোলার প্যানেল স্থাপন	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর (টি আর/কাবিটা) আওতায় সোলার প্যানেল স্থাপন করা হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	ইজিপিপি	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে কর্মহীন সময়ে দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান আসছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	টি আর	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে আসছে। জলঢাকা উপজেলায় প্রকল্পের আওতায়	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২১-২২	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২২-২৩
		কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা অনেক হ্রাস পেয়েছে ও গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ ও শিক্ষা/সামাজিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন হয়েছে।				
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	দুর্যোগ সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ প্রকল্প	২০২১-২২ অর্থবছরে উপজেলায় ৫৬ টি পরিবারের মাঝে দুর্যোগ সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ২ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	এইচবিবিকরণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	ভিজিএফ কার্যক্রম	ভিজিএফ একটি মানবিক সহায়তা কর্মসূচী যার মাধ্যমে সরকার গরীব পরিবারের মাঝে ধর্মীয় উৎসব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে খাদ্যশস্য বিতরণ করে থাকে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
জনস্বাস্থ্য	১. পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প ২. অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প ৩. জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প ৪. পিইডিপি-৩/৪ প্রকল্প	পানি সরবরাহ প্রকল্পগুলো অত্র উপজেলার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠি/বিদ্যালয়ের জন্য আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করায় সাধারণ জনগণ ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন প্রকার পানিবাহিত রোগ হতে মুক্তি পাচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
স্বাস্থ্য	কমিউনিটি ক্লিনিক	উপজেলা ৩৯ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
স্বাস্থ্য	ইপিআই কার্যক্রম	উপজেলার ০ থেকে ১৮ মাস বয়সী শিশুর পোলিও, হাম, রুবেলা, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগের টিকা প্রদান।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২১-২২	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২২-২৩
পরিবার পরিকল্পনা	দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ার্ড ভিত্তিক স্যাটেলাইট ক্লিনিক যথাযথভাবে সম্পাদন (উপজেলার ৯৯ টি ওয়ার্ডে---- টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক চালু রয়েছে।)	গর্ভবতী মা ও শিশু, নবজাতক, কিশোর-কিশোরী, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং সাধারণ রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ১। গর্ভবতী মায়ের ANC ও PNC সেবা নিশ্চিতকরণ; ২। নবজাতকের সেবা নিশ্চিতকরণ; ৩। শিশুদের পুষ্টি সেবা নিশ্চিতকরণ; ৪। কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ; ৫। স্বল্পমূল্যে ডায়াবেটিকস রোগী সনাক্তকরণ; ৬। স্বল্পমূল্যে রক্তের গ্রুপিং সনাক্তকরণ; ৭। বিপি মেশিনের মাধ্যমে রক্তের চাপ তথা প্রেসার নির্ণয়; ৮। অন্যান্য সাধারণ রোগীর সেবা নিশ্চিতকরণ; ৯। পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ এবং ড্রোপ আউটের হার কমিয়ে আনা সম্ভব।	জলঢাকা উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩		
পরিবার পরিকল্পনা	UH&FWC গুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী চালুকরণ	উপজেলাধীন ১১ টি ইউনিয়নের প্রতিটি গর্ভবতী মাদের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ফলে মায়ের- ১। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী করানো যাবে। ২। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার কমানো সম্ভব। ৩। প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে প্রয়োগ সাধন।	জলঢাকা উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩		
পরিবার পরিকল্পনা	গ্রাম/ওয়ার্ড/পাড়া ভিত্তিক উঠান বৈঠক ও মা সমাবেশের মত	সকল মহিলা, কিশোর-কিশোরী এবং অবহেলিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। এর ফলে	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩		

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২১-২২	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২২-২৩
	অবহিতকরণ কর্মশালা সম্পাদন	১। বাল্য বিয়ে হ্রাস পাবে। ২। পরিকল্পিত পরিবার গঠন সম্ভব হবে। ৩। মায়েদের স্বাস্থ্য জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। ৪। পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিগত জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। ৫। প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম হ্রাস পাবে।				
পল্লী উন্নয়ন	ঋণদান কর্মসূচি	চলতি বছর ঋণ বিতরণ ৩১০.০০ লক্ষ টাকা এবং আদায় লক্ষ মাত্রা ২৩৭.১৫ লক্ষ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩		
কৃষি	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন	প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ১২৫ টি দলে মোট ১৮৭৫ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (Compact) আকারে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন করবে। অত্র উপজেলায় উল্লিখিত ফসলসমূহের বীজের চাহিদা পূরণ হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
কৃষি	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ০৮ টি দলে মোট ৩২ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (Compact) আকারে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন করবে। পাশাপাশি মৌ পালনের মাধ্যমে ২ টন মধু উৎপাদন করা হবে। অত্র উপজেলায় উল্লিখিত ফসলসমূহের বীজের চাহিদা এবং পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
কৃষি	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পটি ২০১৮-১৯ হতে নামে চলমান আছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
কৃষি	সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য	প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ০৮ টি কৃষক দলে মোট ৫০৫ জন	উপজেলার সকল			

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২১-২২	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২২-২৩
	নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প	কৃষকের মাধ্যমে বহুবিধ শস্য প্রবর্তন, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা নিরূপণ করা।	ইউনিয়ন			
কৃষি	খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় পর্যায়) প্রকল্প	বরাদ্দমাফিক অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত কৃষকদের ৫০% উন্নয়ন সহায়তায় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হবে। ফলে কৃষি কাজে কৃষকদের অর্থ ও শ্রম এবং সময় সাশ্রয় হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
কৃষি	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প	কৃষি আবহাওয়া তথ্য বিষয়ক কেন্দ্র স্থাপন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
কৃষি	উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প	ইউনিয়ন কৃষক সেবা কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে ১৫০০০ জন কৃষককে দ্রুত কৃষি সেবা প্রদান করা যাবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
কৃষি	ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম ম্যানেজমেন্ট কম্পোনেন্ট (জিওবি ও আরপিও)	এই প্রকল্পের আওতায় কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে ১৩৭৫ জন কৃষক/কৃষাণীকে কৃষি জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
কৃষি	রাজস্ব খাতের অর্থায়নে প্রযুক্তি প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী	অত্র উপজেলার কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলা শস্য বহুমুখীকরণ করা, উচ্চমূল্যের ফসল আবাদ বৃদ্ধি করা এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
কৃষি	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০০ মিটার সেচ নালা পাকা করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
প্রাণিসম্পদ	কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে সৃষ্টি।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২১-২২	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২২-২৩
প্রাণিসম্পদ	সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্প	ভেড়া প্রতিপালনের উপর ২০ জন খামারিকে প্রশিক্ষণ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
প্রাণিসম্পদ	মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২০২২-২৩ অর্থবছরে এই প্রকল্প-এর কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে মহিষ পালন বিষয়ে খামারিদের প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
প্রাণিসম্পদ	পিপিআর রোগ নির্মূল ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প	২০২২-২৩ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলায় গবাদিপশুর পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষুরা রোগ নির্মূল করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
প্রাণিসম্পদ	লাইভস্টোক এন্ড ডেইরী ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	২০২২-২৩ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
মৎস্য	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	উপজেলার স্থানীয় মৎস্য চাষী, মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বিকল্প আয়-বর্ধক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
মৎস্য	জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	উপজেলার স্থানীয় মৎস্য চাষী, মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বিকল্প আয়-বর্ধক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। একইসাথে জলাশয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
সমাজসেবা	সামাজিক নিরাপত্তা বেটনীর আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা,	সামাজিক নিরাপত্তা বেটনীর সরকারের একটি জনবান্ধব প্রকল্প। এর আওতায় বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম অন্যতম। যে	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গৌষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২২	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২২-২৩
	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান কর্মসূচী	সমস্ত অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তির বয়স ৬৫ বছর (পুরুষ) ও ৬২ বছর (মহিলা) তারা ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ১২,২৫০ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৬০০/- (ছয়শত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।				
		বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রম একটি সময় উপযোগী কার্যক্রম। অসচ্ছল বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাগণ এ ভাতা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ১৭১১৩ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৬০০/- (ছয়শত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
		অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে অসচ্ছল প্রতিবন্ধীভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ ভাতা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৯০৭৭ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৭০০/- (সাতশত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
সমাজসেবা	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ (বয়স্ক) ভাতা	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ ভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৬ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
সমাজসেবা	মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা	উপজেলার			

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২১-২২	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২২-২৩
	ভাতা প্রদান	কার্যক্রমের আওতায় এ উপজেলায় ১০৩৮ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা পেয়ে থাকেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা মাসিক ২০,০০০/- (বার হাজার) টাকা হারে সম্মানী ভাতা পেয়ে থাকেন।	সকল ইউনিয়ন			
সমাজসেবা	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী	শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা উপবৃত্তি পেয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এ উপজেলায় মোট ১৩৮ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
সমাজসেবা	দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী	দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচীর আওতায় এ উপজেলায় প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মোট ৫০ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
সমাজসেবা	সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কর্মসূচী	গরীব ও দুঃস্থ জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন নামে অভিহিত প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। যথা- পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম, পল্লী মাতৃকেন্দ্র ইত্যাদি। একজন ঋণগ্রহীতা ১০,০০০-৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
সমাজসেবা	দক্ষ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম	দক্ষ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন। একজন প্রতিবন্ধী ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
সমাজসেবা	ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিমদের খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচী	এ উপজেলায় সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত মোট ৫৭ টি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত		চলমান কর্মসূচী		

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২১-২২	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২২-২৩
		একজন এতিম মাসিক ২০০০/- হারে বরাদ্দ পেয়ে থাকে। এ উপজেলায় মোট ২২২৫ জন এতিম শিশু ক্যাপিটেশন বরাদ্দ পেয়ে থাকে।				
যুব উন্নয়ন	বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব)	বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব)-এর মাধ্যমে এলাকার একই গ্রামের ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে যাদের বয়স সেই সমস্ত স্বল্প আয়ের বেকার যুবক ও যুবমহিলাদেরকে গ্রুপভিত্তিক বিভিন্ন অপ্রতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বাবলম্বী/আত্মকর্মী করে গড়ে তোলা।	সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩		
মহিলা বিষয়ক	ভিজিডি চক্র	অত্র উপজেলার ২০২১-২২ অর্থবছরে ২০০০ জন দুঃস্থ, অসহায়, হত দরিদ্র, স্বামী পরিত্যক্তা এবং বিধবা মহিলাদেরকে প্রতি মাসে মাথাপিছু ৩০ কেজি হারে খাদ্যশস্য (চাল) বিতরণ করা হয় এবং ভিজিডি উপকারভোগীদেরকে অত্র দপ্তরের চুক্তিবদ্ধ এনজিও কর্তৃক ওএঅ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্যাকেজ সেবা প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
মহিলা বিষয়ক	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচী	অত্র উপজেলার ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩০৮০ জন দুঃস্থ, অসহায়, হত দরিদ্র ও গর্ভবতী মহিলাদেরকে প্রতি মাসে মাসিক ৮০০/- (আটশত) টাকা হিসাবে ভাতা প্রদান করা হয় এবং উপকারভোগীদেরকে অত্র দপ্তরের চুক্তিবদ্ধ এনজিও কর্তৃক ওএঅ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্যাকেজ সেবা প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
মহিলা বিষয়ক	মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (WTC)	দর্জি বিজ্ঞান ট্রেডে বছরে ২০০ জন প্রতি ০৩ (তিন) মাস পর পর বছরে ০৪ টি ব্যাচ	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠী ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২১-২২	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২২-২৩
মহিলা বিষয়ক	উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রকল্প	অত্র উপজেলার দুঃস্থ, অসহায়, হত দরিদ্র, স্বামী পরিত্যক্তা এবং বিধবা মহিলা যাদের বয়স ১৮-৪৫ বছরের মধ্যে তাদেরকে ০৩ (তিন) মাস পর পর আয়বর্ধকমূলক প্রশিক্ষণ দর্জি বিজ্ঞান এবং বিউটিফিকেশন ০২ টি ট্রেডে ২০০ জন প্রশিক্ষণার্থী অত্র কার্যালয়ে ভর্তি করা হয় এবং প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রতি মাসে ২০০০/ টাকা হিসাবে ভাতা প্রদানসহ অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
মহিলা বিষয়ক	নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিসমূহের বাৎসরিক অনুদান	সক্রিয় নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিসমূহের বাৎসরিক অনুদান প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
মহিলা বিষয়ক	মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ০২ বছর মেয়াদি মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য ঋণ প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
বন	সামাজিক বনায়ন প্রকল্প	২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৫,০০০টি ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছ উৎপাদন ও বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
সমবায়	আশ্রয়ন/আবাসন প্রকল্পে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান	আশ্রয়ন প্রকল্পের সুফলভোগী ২০টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্ম সংস্থান সৃষ্টিকরন	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
সমবায়	সমবায় সমিতি নিবন্ধন	২৫৭ টি সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১০০০০ জন, সমিতির সদস্যরা শেয়ার ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকরন	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
সমবায়	সমবায় সমিতির বার্ষিক অডিট সম্পাদন, পরিদর্শন ও তদারকি করন	২৫৭ টি সমবায় সমিতি বার্ষিক অডিট সম্পাদন, পরিদর্শন ও তদারকি করনের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের প্রদানকৃত	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২১-২২	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০২২-২৩
		অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ				
সমবায়	ব্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রত্যেক প্রশিক্ষণ ৫/৮ টি সমিতির ২৫ জন সদস্যর সমন্বয় একদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
সমবায়	আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়াতন ও কোর্টবাড়ী কুমিল্লায় বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী চাহিদা অনুযায়ী প্রেরণ	উপজেলার নিবনদ্ধিত সমিতির সদস্যদের আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়াতন ও কোর্টবাড়ী কুমিল্লায় বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী চাহিদা অনুযায়ী প্রেরণ করা হয়।	জলঢাকা উপজেলার নিবনদ্ধিত সমিতির সদস্যদের	চলমান কর্মসূচী		
আবাসন	মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের জন্য ঘর নির্মাণ	মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২০০টি ঘর করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩		
আবাসন	অস্বচ্ছল বীরমুক্তিযোদের জন্য গৃহনির্মাণ	অস্বচ্ছল বীরমুক্তিযোদের জন্য চলতি অর্থবছরে ১৩৭টি গৃহ নির্মাণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩		
অবকাঠামো উন্নয়ন	জেলা ও উপজেলা শহরে ৫৬০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প	এই প্রকল্পের আওতায় এ উপজেলায় একটি তিন তলা বিশিষ্ট মডেল মসজিদ ইসলামিক সেন্টার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।				

৫. রূপকল্প

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারণ করবে যেন উপজেলা পরবর্তী পাঁচ বছরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে।

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের কাজক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। উপজেলার প্রেক্ষিতে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের দ্বারা স্থিরকৃত কাজক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। এরা জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করা উপজেলার ভবিষ্যত চিত্র এবং উপজেলা কি করতে চায় এবং কোথায় যেতে চায়। সে কারণে এরা উদ্দীপক হিসেবে কাজ কাজ করে এবং উপজেলার ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়তা করে। এই প্রেক্ষাপটে, একটি গুরুত্ব প্রশ্ন হচ্ছে, "আপনি ভবিষ্যতে আপনার উপজেলাকে কিভাবে দেখতে চান?"।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২৪ প্রণয়নে উপজেলা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত রূপকল্প নির্ধারণ করেছে যেখানে ৫ টি বিষয়ের উপর গুরুত্বরোপ করেছে, যা কিনা এই উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

” উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন।”

৬. বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত যেটি পরিকল্পনার রূপকল্প বিবরণীর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। উপজেলা পরিষদ তার নিজস্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে তার নিজস্ব লক্ষ্য নির্ধারণ করবে - যেখানে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা কোথায় আরোপ করবে এবং আগামী পাঁচ বছর কোন্ কোন্ লক্ষ্যে কাজ করবে তার বিবরণ থাকবে। উপজেলাসমূহ উন্নয়নের প্রধান খাতসমূহ চিহ্নিত করবে যা রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। অংশীজনের অধিকার নিশ্চিতকল্পে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্তি এবং অংশগ্রহণমূলক হওয়া উচিত।

উপজেলা পরিষদ উপজেলার বিভিন্ন খাতের পরিস্থিতি ও আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষণ করে ০৫ টি খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছে এবং তা সবচাইতে আগে প্রাধান্য পাবে বলে মনে করে। এক্ষেত্রে শিক্ষা খাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বিশেষতঃ ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা। এখানে উল্লেখ্য যে মাধ্যমিক পর্যায়ে উপজেলার উপস্থিতির হার মাত্র ৬৭ শতাংশ। বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, শিক্ষা খাতে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা খাতের তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে জাতীয় সরকারের কার্যক্রম কম বিধায় উপজেলা পরিষদ মাধ্যমিক শিক্ষা খাতকে প্রাধান্য দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা খাতের উন্নয়নে জাতীয় সরকার অনেক বেশি বরাদ্দ প্রদান করেছে। এজন্য উপজেলা পরিষদ তার আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় রেখে বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আসবাবপত্র প্রদান, বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষণ, ছাত্রীদের মাঝে উপকরণ প্রদান ও বিদ্যালয়ে ছাত্রীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্য খাতে উপজেলা পরিষদের লক্ষ্য হলো, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ক্লিনিকসমূহে অবকাঠামো ও উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে রোগীদের সেবা গ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও শতভাগ নরমাল ডেলিভারি অর্জনের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো। একই সাথে উপজেলায় শতভাগ স্যানিটেশন কাভারেজ অর্জন করা। উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মাণ কষ্টকর বিধায় উপজেলা পরিষদ উপজেলার জনগণের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিভিন্ন পরিষেবাগুলোকে সংযোগকারী ছোট ছোট সড়ক, বড় সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে গাইডওয়াল ও জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন ও কার্ণাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কৃষকদের প্রশিক্ষণ, উপকরণ প্রদান ও ভ্যাক্সিন ক্রয় করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেকার যুবক ও সমাজের পিছিয়ে পরা নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ছক ৫ঃ বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ

ক্রমিক নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১	শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি করা	শিক্ষা	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৮০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শ্রেণীকক্ষের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, মাঠ সংস্কার, সীমান প্রাচীর নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও উপকরণ প্রদান।	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের ৮০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ উন্নত করার মাধ্যমে উপস্থিতির হার ৮০ ভাগে উন্নীত করা।
২			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ১০০ টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০০০ জোড়া বেঞ্চ প্রদান করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৬০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষকগণ গণিত,	

			ইংরেজী ও আইসিটির উপর প্রশিক্ষিত হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ১২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদরাসাতে ছাত্রীবাধক পরিবেশ সৃষ্টিতে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ উন্নত করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ২৩০ টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ ও উপকরণ প্রদান করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০০০ দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ছাত্রীদের ঝড়ে পরা রোধে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ বিরোধী ৪০ টি ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা যেতে পারে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে বিদ্যুৎবিহীন ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন	এসডিজির লক্ষ্য অনুযায়ী ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার শতভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত হবে।
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৩০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষিত হবে।	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার ৩০ টি দুর্বল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত হবে এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার শূন্যে নেমে আসবে।
২	উপজেলার সকল জনগণের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা বিশেষতঃ গর্ভবর্তী মা ও নবজাতকের মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাস করা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পানিবাহিত রোগের ঝুঁকি কমানো।	স্বাস্থ্য	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইপিআই কেন্দ্রসমূহ ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহে চাহিদামাফিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইপিআই কেন্দ্রসমূহ ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহে আগত রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে।
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৫ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারী চালুর সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।	মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার বর্তমানের চেয়ে অর্ধেক এ নেমে আসবে এবং শতভাগ প্রতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী অর্জন হবে।
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী করানোর বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮০ টি ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৫০০০ পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করা হবে।	শতভাগ স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি ব্যবহারের নিশ্চিত হবে।

			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৫০০ পরিবারের জন্য নলকূপ স্থাপন করা হবে।	
৩	স্থানীয় অবকাঠামো ও সড়ক উন্নতির মাধ্যমে পরিষেবাগুলোতে জনসাধারণের প্রবেশগ্যমতা বৃদ্ধি	যোগাযোগ ভৌত অবকাঠামো	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ১০ কি.মি সংযোগকারী সড়ক এইচবিবি/সিসি করা হবে। ২০২৩/২৪ সাল নাগাদ সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানের জলবদ্ধতা নিরসনে ২৫০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হবে। ২০২৩/২৪ সাল নাগাদ সড়কের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধিতে ২৫০০ মিটার গাইডওয়াল নির্মাণ করা হবে। ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ২৪ টি কার্লভাট নির্মাণ করা হবে। ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার চাহিদামাফিক বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।	উপজেলার ২.৫ লক্ষ জনগণের বিভিন্ন পরিষেবাগুলোতে প্রবেশগ্যমতা বৃদ্ধি সহজতর হবে।
৪	কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জীবিকার উন্নয়ন	কৃষি মৎস্য প্রাণিসম্পদ	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার ৪০০ জন সজিচাষীকে প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন দলে উপকরণ প্রদান করা হবে। ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার ২০০ জন মৎস্যচাসিকে প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান করা হবে। ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার সকল গবাদীপশুকে কৃমিনাশক ঔষধ, বিভিন্ন রোগের ভ্যাক্সিন প্রদান করা হবে।	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে সজির উৎপাদন বর্তমানের ২৩,০০০ মেট্রিক টন হতে বেড়ে ৩০,০০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে। ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে মাছের উৎপাদন বর্তমানের ৪৪৮৫ মেট্রিক টন হতে বেড়ে ৩০,০০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে। ২ লক্ষ ২০ হাজার গরু, ছাগল ও ভেড়া কৃমিরোগ, পিপিআর রোগ হতে ও ১ লক্ষ ৩০ হাজার গরু ও মহিষ ক্ষুরা রোগ হতে নিরাপদ থাকবে।
৫	উপজেলার দরিদ্র পরিবারের বেকার যুবক ও হতদরিদ্র, বিধবা, প্রতিবন্ধী, তালাক প্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যক্তা, বাল্য বিয়ের শিকার নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।	কর্মসংস্থান	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার কর্মক্ষম ৩০০ জন পুরুষ ও নারীকে বিভিন্ন ট্রেডে সক্ষমতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	উপজেলার কর্মক্ষম ৩০০ জন বেকার যুবক ও নারীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ তৈরী হবে।

৭. পরিকল্পনা ফরমেট

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদ তাঁদের রূপকল্প, বার্ষিক লক্ষ্য, এবং পরিমাপযোগ্য সূচকের সাথে প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করবে। উপজেলা পরিষদে জন্য আগামী পাঁচ বছরের কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করবে। এই অগ্রাধিকারসমূহ উপজেলা উন্নয়ন কৌশল নির্বাচনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে যা পরিকল্পনা ফরম্যাট এ অন্তর্ভুক্ত হবে। এ পরিকল্পনা ফরম্যাট মধ্যমেয়াদী নীতি-নির্দেশনা যা উপজেলাকে পথ দেখায় উন্নয়নের কোন পথে সবচেয়ে কার্যকরী ও দক্ষতার সাথে রূপকল্প, বার্ষিক লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করতে হবে। এই পরিকল্পনা পরম্যাট পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে বার্ষিক পরিকল্পনার কোন কোন প্রকল্প, স্কীম অথবা উদ্যোগকে অর্থায়ন করতে হবে তা নির্ধারণ করেছে।

প্রকল্প বিবরণী					আবস্থান	বাস্তবায়নসূচী						বিনিয়োগ	প্রস্তাবনার উৎস		
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচীর নাম	বিবরণ	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রত্যাশিত বছর					বাস্তবায়ন কারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	তহবিলের উৎস	প্রকল্পের প্রস্তাবকারী
							১	২	৩	৪	৫				
১	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ও মাদ্রাসার শ্রেণীকক্ষের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, মাঠ সংস্কার, সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সুযোগ সুবিধা প্রদান	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা	৮০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা	৮০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক ২৫,০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী ও মাধ্যমিক কর্মকর্তা	২৫০	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলার সকল ইউনিয়ন
২	মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ, আসবাবপত্র প্রদান	শ্রেণীকক্ষসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার সমস্যা দূর হবে।	৫০ টি মাধ্যমিক ও ৫০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী	১০০	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলার সকল ইউনিয়ন
৩	সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী প্রদান	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উপস্থিতি নিশ্চিত হবে	২৩০ টি বিদ্যালয়	উপজেলার প্রায় ৫০,০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী ও পরিষদ	২০	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলার পরিষদ
৪	দরিদ্র, মেধাবী, নারী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ প্রদান	দরিদ্র, মেধাবী, নারী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আগমন নিশ্চিত হবে।	২৩০ টি বিদ্যালয়	উপজেলার প্রায় ৫০,০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী	২৫	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলার পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ
৫	বিদ্যুৎবিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন	বিদ্যালয়সমূহে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার করে পাঠদান সম্ভব হবে।	১০ টি বিদ্যালয়	১২০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার ০৬ টি ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী	২০	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা

৬	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	সার্বিকভাবে বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে	৬০ টি মাধ্যমিক ও ৩০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইংরেজী, গণিত, বিজ্ঞান ও আইসিটির শিক্ষকগণ ও ৩০ টি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ	শিক্ষা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন					উপজেলা শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	৬	অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা
৭	উপজেলার কলেজসমূহে আসবাবপত্র প্রদান, অবকাঠামো উন্নয়ন করা	কলেজসমূহে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত হবে	উপজেলার ০৮ টি কলেজ	৯০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন					উপজেলা প্রকৌশলী	২৪	এডিপি অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ
৮	মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করা	শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ও নিরাপদ পানি ব্যবহার নিশ্চিত করা	১২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা	৬০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন					উপজেলা প্রকৌশলী	৬০	এডিপি অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ
৯	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য বাল্যবিবাহ বিরোধী ক্যাম্পেইন	বাল্যবিবাহের কারণে ছাত্রীদের ঝড়ে পড়া রোধ হবে	মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে ৪০ টি ক্যাম্পেইন	মাধ্যমিক পর্যায়ে ৯৫০০ ছাত্রী	শিক্ষা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন					উপজেলা মাধ্যমিক/মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	৪,৫	অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
১০	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে চিকিৎসা উপকরণ প্রদান ও অবকাঠামো উন্নয়ন	রোগীদের মানসম্মত সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।	১ টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৩ টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৩৯ টি কমিউনিটি ক্লিনিক	উপজেলার ২.৫ লক্ষ অধিবাসী	স্বাস্থ্য	উপজেলার সকল ইউনিয়ন					উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রকৌশলী	৫০	এডিপি অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন

১১	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী চালুর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান	শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী নিশ্চিত করা হবে	০০০ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	উপজেলার সকল গর্ভবর্তী মা ও নবজাতক	স্বাস্থ্য	উপজেলার সকল ইউনিয়ন					উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রকৌশলী	২৫	এডিপি অন্যান্য উপজেলা তহবিল	ও	উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
১২	প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক ক্যাম্পেইন/প্রশিক্ষণ	মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পাবে	৪৮ টি ক্যাম্পেইন	উপজেলার সকল গর্ভবর্তী মা ও নবজাতক	স্বাস্থ্য	উপজেলার সকল ইউনিয়ন					উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	৫	এডিপি অন্যান্য উপজেলা তহবিল	ও	উপজেলা পরিষদ পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
১৩	দরিদ্র পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মান ও বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে গণশৌচাগার নির্মান	উপজেলার শতভাগ জনগণ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করবে।	৩০০০ দরিদ্র পরিবার	দরিদ্র পরিবারের ১৫,০০০ সদস্য	স্বাস্থ্য	উপজেলার সকল ইউনিয়ন					উপজেলা প্রকৌশলী	৫০	এডিপি অন্যান্য উপজেলা তহবিল	ও	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ
১৪	দরিদ্র পরিবার ও প্রতিষ্ঠানে নলকূপ বিতরণ	উপজেলার শতভাগ জনগণ নিরাপদ পানি ব্যবহার করবে	৫০০ দরিদ্র পরিবার/প্রতিষ্ঠান	৫০০ পরিবারের ২০০০-এর অধিক সদস্য	স্বাস্থ্য	উপজেলার সকল ইউনিয়ন					উপজেলা প্রকৌশলী	৫০	এডিপি অন্যান্য উপজেলা তহবিল	ও	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ
১৫	উপজেলার বিভিন্ন সড়ক ও স্থানে ড্রেন, প্যালাসাইডিং ও কার্লভাট নির্মাণ	জলাবদ্ধতা নিরসন হবে এবং রাস্তার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে	৫০০০ মিটার ড্রেন, প্যালাসাইডিং ও ২৪ টি কার্লভাট	উপজেলার ৩ লক্ষ অধিবাসী	যোগাযোগ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন					উপজেলা প্রকৌশলী	২০০	এডিপি অন্যান্য উপজেলা তহবিল	ও	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ
১৬	পরিষেবাগুলোতে সংযোগকারী সড়ক নির্মাণ	পরিষেবাগুলোতে জনগণের প্রবেশগম্যতা সহজতর হবে	১০ কি.মি সংযোগকারী সড়ক এইচবিবি/সিসি	উপজেলা ৩ লক্ষ অধিবাসী	যোগাযোগ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন					উপজেলা প্রকৌশলী	৩৫০	এডিপি অন্যান্য উপজেলা তহবিল	ও	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ

			করা হবে											
১৭	উপজেলার চাহিদামাফিক বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা	সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও দপ্তর সেবা প্রাপ্তি সহজতর হবে	১৫ টি অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলা ও লক্ষ অধিবাসী	অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন					উপজেলা প্রকৌশলী	৫০	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও বিভাগসমূহ
১৮	উপজেলার কৃষক, মৎস্যচাষি ও গবাদি পশুপাখি পালনকারীদের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান	উপজেলার কৃষি উৎপাদন, মৎস্য ও গবাদি পশুপাখির উৎপাদন বৃদ্ধি পরিব	৭০০ কৃষক, মৎস্যচাষি ও গবাদি পশুপাখি পালনকারী	৭০০ কৃষক, মৎস্যচাষি ও গবাদি পশুপাখি পালনকারী	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন					উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা পরিষদ ও ১৭ টি বিভাগ	১৫	অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও ১৭ টি বিভাগ
১৯	দরিদ্র পরিবারের বেকার যুবক ও হতদরিদ্র, বিধবা, প্রতিবন্ধী, তালাকপ্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যক্তা, বাল্য বিয়ের শিকার নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা	বেকার যুবক ও সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে	৩০০ বেকার যুবক ও সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারী	২০০০ অধিবাসী	কর্মসংস্থান	উপজেলার সকল ইউনিয়ন					উপজেলা পরিষদ ও ১৭ টি বিভাগ	৬	অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পল্লী উন্নয়ন, মহিলা বিষয়ক, সমবায়, সমাজসেবা কর্মকর্তা
২০	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান	দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করবে	১১ টি ইউনিয়নে ১১ টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য	উপজেলার ৩ লক্ষ অধিবাসী	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন					উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	১.৫	অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

৮. বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন

বার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলার উন্নয়নে একটি মৌলিক মধ্যমেয়াদী কাঠামো প্রদান করে থাকে। উপজেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে বার্ষিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত হবে।

পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ কর্মসূচী বার্ষিক ভিত্তিতে করা বাঞ্ছনীয়। পরিবীক্ষণ কর্মসূচীর প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচীর সকল কার্যক্রমে সম্পদের ব্যবহার এবং ফলাফল পরিবীক্ষণ ও তদারকি পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান করবেন। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা এবং তদারকি করে অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান করার দায়িত্ব উপজেলা নির্বাহী অফিসারের। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন এবং পরিষদের সদস্যদের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করে উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি একটি লিখিত বিবরণীও সংরক্ষণ করবেন।

পরিবীক্ষণ হলো পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং সম্পাদিত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের একটি নিয়মিত সংকলন এবং বিশ্লেষণ যা পরিমাপক সূচকের মাধ্যমে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি এবং অর্জন তুলে ধরা। অসামঞ্জস্যতা নিরূপণ করে থাকে। টিজিপি-এর সহায়তায় ইউসিএফবিপিএলআরএম বার্ষিক ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করে থাকে। ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সম্পন্ন করতে হবে। একটি বছরের প্রকল্প এবং কার্যপ্রণালীর প্রত্যাশিত ফলাফল অনুসারে কতটুকু কাজ হয়েছে তার ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে।

বার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রতি বছর উপজেলা পরিষদের সভায় পর্যালোচনা করতে হবে। উপজেলা পরিষদ তার দায়িত্ব এবং স্বচ্ছতার অংশ হিসাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন জেলা প্রশাসক (ডিসি) অফিসে পেশ করবে এবং সাথে সাথে ডিডিএলজি এর অফিসেও প্রেরণ করতে করবে।

বার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতি নির্ণয় করবে। প্রয়োজনে এই মূল্যায়নের সুপারিশের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনও হতে পারে। পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বুঝার জন্য এবং সাথে সাথে ঐ সময়ে সাধারণ মানুষের চাহিদা জানার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পুনঃবিবেচনা করার কথা ভাবতে পারে। পুনঃপর্যালোচনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি থাকতে পারে তা নিম্নরূপঃ

১. বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সম্ভবনাসমূহ;
২. বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলাফল এবং সুবিধাসমূহ;
৩. অগ্রগতির বিলম্ব এবং এর কারণ;
৪. স্থানীয় জনগণের পরিস্থিতি, চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের পরিবর্তন;
৫. জরুরী প্রয়োজন, যেমন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য;
৬. বর্তমান প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার পূরণে স্থানীয় সম্পদের পর্যাণ্ডতা; এবং
৭. নতুন অথবা নিকট ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন করতে হবে এরূপ পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্প, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রকল্পসমূহ।

উপজেলা পরিষদের সদস্যরা যদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনের ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে ঐক্যমতে পৌঁছায় যে সংশোধন করতে হবে, তাহলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালের অনুসৃত প্রক্রিয়া অনুযায়ী এই সংশোধন করতে হবে। প্রস্তাবিত সংশোধনগুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করে এই প্রক্রিয়া সহজতর করা যেতে পারে যদিও পূর্বে অনুসৃত প্রক্রিয়া মেনে চলাই বাঞ্ছনীয়। যদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সংশোধন আনা হয় তাহলে বার্ষিক পরিকল্পনা এবং বাজেটেও সে অনুসারে সংশোধন আনতে হবে।

বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শেষে একটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন করতে হবে যার মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে প্রত্যাশিত ফলাফল (পরিবর্তন) অর্জিত হয়েছে কিনা এবং এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে কি শিক্ষা অর্জিত হলো যা পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করবে। চূড়ান্ত মূল্যায়ন তৃতীয় পক্ষ দিয়ে করানো উচিত যেখানে প্রত্যাশিত ফলাফল এবং সূচকগুলি পরিকল্পনামাফিক অর্জন করা গেছে কিনা তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। যদি পরিকল্পনামাফিক অর্জন সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে কোন বিষয়গুলি এর জন্য দায়ী? এত কি শিক্ষা লাভ করা গেছে (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনায় কোন বিষয়গুলি কাজ করেছে আর কোনগুলি করছে না, যেমন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন), প্রক্রিয়া (পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, সম্পদের চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার ইত্যাদি) এবং প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এইগুলি উন্নয়ন কার্যক্রম চক্রের পদ্ধতি এবং গুণগতমানের উন্নয়নে সাহায্য করবে।

উক্তসময়ে উল্লেখ করার মত বিষয়সমূহঃ

- খাদ্য সহায়তা ঝড়ে পরার হার কমতে কার্যকর হয়েছে তবে দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী বজায় রাখার জন্য এত প্রচুর সম্পদ প্রয়োজন। এই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য অন্য কিছু সাহায্য প্রয়োজন।

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

- ইউনিয়ন থেকে পাওয়া কিছু প্রকল্প প্রস্তাবের মান খারাপ ছিল। দরপত্র ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুততর করা জন্য প্রকল্প প্রস্তাবের মান উন্নত করা প্রয়োজন। উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রকল্প শীট তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদানের সুপারিশ করা হচ্ছে।

৩					
---	--	--	--	--	--

উক্তসময়ে উল্লেখ করার মত বিষয়সমূহঃ

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

০৯. উপজেলা পরিদ, ইউসিএফবিপিএলআরএম এবং টিজিপি'র সদস্যর তালিকা

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি (ইউসিএফবিপিএল)ঃ

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি (ইউসিএফবিপিএল) প্রধানতম দায়িত্ব হচ্ছে উপজেলা পরিষদ ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের (যথাঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, রিপোর্টিং) ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব দেয়া।

ছক ৮ঃ উপজেলার ইউসিএফবিপিএলআরএম কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী

পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরি দল (টিজিপি)

পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে ০৫ থেকে ০৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। যেখানে ৩ থেকে ৬ জন সদস্য হস্তান্তরিত বিভাগ থেকে এবং ১ থেকে ২ জন সদস্য এনজিও বা বেসরকারি খাত থেকে নির্বাচন করা যেতে পারে। পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (টিজিপি) অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও উপজেলা পরিষদকে নিয়মিত উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনায় সহযোগীতা করবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে টিজিপি গঠন হবে যেখানে বাকি ০৪ জন সদস্য হস্তান্তরিত বিভাগ থেকে নেয়া যেতে পারে।

ছক ৯ঃ উপজেলার পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরি দলের সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী